প্রথম আলো

তারিখ 22 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

৬৫ বিদ্যালয়ের সভাপতির দায়িত্বে একজন এডিসি

অননুমোদিত বই পাঠ্যতালিকা করার নির্দেশ, নেপথ্যে লেনদেন!

পরিবুজ্জামান পিন্টু

ঢাকার ৬৫টি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি)। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর তিনি এই দায়িত্ব পান। এডিসি মো. ইউসুফ একা এতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন।

এদিকে এডিসি মো. ইউসুফ জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অননুমোদিত সহায়ক বই পাঠ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ৬৫টি বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসেবে তিনি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি প্রকাশনা সংস্থার বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন চললেও গতকাল রোববার এনসিটিবির চেয়ারম্যানের কাছে পাঠ্যবইয়ের মুদ্রক ও বিপণনকারীরা এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির পক্ষ থেকে এনসিটিবি ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং শিক্ষাসচিবের কাছে এ অভিযোগের অনুলিপি দেওয়া হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল খান চিঠিতে সই করেন। তিনি *প্রথম আলোকে*

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

৬৫ বিদ্যালয়ের সভাপতি একজন এডিসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, এডিসি ইউসুফ তাঁর অধীন ৬৫টি বিদ্যালয়ে এনসিটিবি অননুমোদিত এবং 'হাসান বুক ডিপো' প্রকাশিত সহায়ক বই পড়ানোর সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর এ ধরনের নির্দেশ অনৈতিক ও আত্মঘাতী। এর ফলে বেসরকারি প্রকাশকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীরা নিম্নমানের এবং অননুমোদিত বই পড়ছে বলে তিনি আবেদনে উল্লেখ করেন।

তোফায়েল খান বলেন, 'আমরা শুনছি, একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের সহায়ক বই পাঠ্য করতে ৪০ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। প্রথমে আমরা এ কথা বিশ্বাস না করলেও যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এনসিটিবি অনুমোদিত আমাদের বই বিক্রি হচ্ছে না, তখন অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই।'

ঢাকার এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মো. ইউসুফ প্রকাশকদের এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, তদন্ত হলেই প্রমাণিত হবে, তিনি এমন কোনো নির্দেশ দেননি। ৬৫টি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, তিনি নিজেও হিমশিম খাচ্ছেন। কারণ, অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কোনো না কোনো কমিটি রয়েছে। কিছু বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দেবেন বলে *প্রথম আলোকে* জানান।

১৩ নভেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে রাজনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়ন বাতিল করে। এরপর থেকে দেশের বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা দায়িত্ব পান। এরই অংশ হিসেবে ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) ৬৫টি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. গাজী মো. আহসানুল কবীর বলেছেন, গতকাল এ অভিযোগ তাঁর হাতে আসেনি। তবে কয়েক দিন ধরে কয়েকজন প্রকাশক তাঁর কাছে এমন অভিযোগ করছিলেন। তিনি লিখিতভাবে তাঁদের কথা জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন। চেয়ারম্যান জানান, যদি এমনটি হয়ে থাকে, তাহলে তা খুবই দুঃখজনক। কারণ, এনসিটিবির অননুমোদিত সহায়ক বই না পড়ানোর জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বলা হয়েছে।

সূত্রমতে, এনসিটিবি এ বছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ১১টি সহপাঠ্য (বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ, দ্রুতপঠন এবং র‍্যাপিড রিডার) নিয়ে প্রকাশনা জগতে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা বন্ধের উদ্যোগ নেয়। অন্যান্য বইয়ের মতো এনসিটিবির অনুমোদন নিয়ে সহপাঠ প্রকাশে বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু দেশের কয়েকটি বড় প্রকাশনা সংস্থা এনসিটিবির এ সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, এনসিটিবি পূর্বঘোষণা না দিয়ে বছরের শেষভাগে এসে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

'হাসান বুক ডিপো'র বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সহায়ক বই বাজারজাত করার অভিযোগ উঠলেও এ প্রতিষ্ঠানটি পাল্টা অভিযোগ তুলেছে। এ প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী আবুল কালাম স্বপন বলেন, নবম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ (দ্রুতপঠন) বই বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। এর প্রতিকার চেয়ে তিনি এবং আরেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, এনসিটিবির বিজ্ঞাপন অনুযায়ী নবম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ (দ্রুতপঠন) বইয়ের জন্য বেসরকারি প্রকাশকদের ১৩টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল। কিন্তু দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অনিয়মের মাধ্যমে বিশেষ দুটি প্রতিষ্ঠানের বই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ছয়টি থেকে ১০টি বইয়ের অনুমোদন দেওয়া হলেও নবম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ বইয়ের দুটি পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেওয়া রহস্যজনক এবং দুঃখজনক। তিনি নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করে যোগ্য সব পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন।